কালের কণ্ঠ

তারিখ 28 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বইমেলায় শ্রাবণ প্রকাশনী নিষিদ্ধ

প্রতিবাদে বাংলা একাডেমির সামনে অবস্থান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

অমর একুশে গ্রন্থমেলায় শ্রাবণ প্রকাশনীকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে 'লেখক-শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মী ও নাগরিকবৃন্দ' ব্যানারে বাংলা একাডেমির সামনে প্রতীকী অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের বক্তব্যে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ এনে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের পদত্যাগ দাবি করেছেন।

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন অধিকারকর্মী খুশী কবির, লেখক-ব্লগার আরিফ জেবতিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ফাহমিদুল হক, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক জামশেদ আনোয়ার তপন, সহসভাপতি সংগীতা ইমাম, সংগীতশিল্পী কফিল আহমেদ, সাবেক ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আসাদুজ্জামান মাসুম প্রমুখ। কর্মসূচি সঞ্চালনা করেন ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি বাকী বিল্লাহ।

খুশী কবির বলেন, 'ভাষা আন্দোলনের ফসল হচ্ছে বাংলা একাডেমি। সেই চেতনা থেকেই অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হয়। বাংলা একাডেমির মূল কাজ হচ্ছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করা। সে ভূমিকা থেকে সরে এসে বইমেলার আয়োজন করলেও কোন প্রকাশনী এতে অংশ নেবে আর কারা নেবে না—সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব বাংলা একাডেমির নয়। তিনি বলেন, 'বাংলা একাডেমি এখন এ বিষয়ে সেন্সরশিপ আরোপ করেছে। এই সিদ্ধান্ত পাঠকের মুক্তচিন্তায় আঘাত করেছে। বইমেলা কারো মালিকানার নয়, জনগণের মেলা।'

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানকে উদ্দেশ করে বক্তারা বলেন, যাকে ইচ্ছা বইমেলায় স্টল দেবেন আর যাকে ইচ্ছা দেবেন না, এটা হতে পারে না। এ ধরনের মানসিকতার লোক একুশের চেতনাঋদ্ধ বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের পদে থাকতে পারেন না। তাঁর পদত্যাগ করা উচিত।

গত বছর ইসলাম ধর্ম বিষয়ে লেখা একটি বই ছাপানোর দায়ে গ্রেপ্তার ব-দ্বীপ প্রকাশনীর প্রকাশক শামসুজ্জামান মানিকের মুক্তির আন্দোলনে যুক্ত হওয়ায় শ্রাবণ প্রকাশনীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাদের দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে বাংলা একাডেমি। আগামী অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশ নেওয়ার জন্য গত সোমবার আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে গেলে শ্রাবণ প্রকাশনীর প্রতিনিধিকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।